এজেন্ট ব্যাংকিং

এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট। এসব এজেন্ট এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মূলত এটাই এজেন্ট ব্যাংকিং।

এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যায় কিভাবে?

ব্যাংক অনুমোদিত এজেন্টগণ গ্রাহকের পূরণকৃত হিসাব খোলার ফর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখায় প্রেরণের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাব খুলে থাকে। এজেন্টগণ ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) নির্ভর বা সংক্ষেপে আইসিটিভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: বায়োমেট্রিক যন্ত্র, পয়েন্ট অব সেল (POS) মেশিন, স্মার্ট কার্ড রিডার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব খোলা ও পরিচালনা কতটা নিরাপদ?

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকিং এজেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা নিরাপদ। প্রতিটি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রদর্শিত অবস্থায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

এজেন্ট আউটলেট এ গ্রাহকের বায়োমেট্রিক (Biometric) ব্যবহার করে (যেমন: ডিজিটাল যন্ত্রে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে) হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা হয়। এজেন্ট আউটলেট এ লেনদেন আইসিটি ভিত্তিক হয় বিধায় গ্রাহক সচেতন হলে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ খুবই নিরাপদ। প্রতিটি লেনদেনের বিপরীতে গ্রাহকের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে একটি নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়। সুতরাং গ্রাহক বুঝতে পারবেন কখন ও কী পরিমাণ অর্থ তার হিসাবে লেনদেন হয়েছে। এ কারণে এজেন্টের কাছে টাকা জমা করা ব্যাংকের শাখায় টাকা জমা করার মতোই নিরাপদ। গ্রাহকগণ এজেন্টের সহায়তায় লেনদেন করলেও তারা মূলত ব্যাংকের গ্রাহক হওয়ায় সংশি-ষ্ট হিসাবের তথ্য ব্যাংকের মূল সিস্টেমে চলে যায়। মোবাইল নোটিফিকেশন ছাড়াও এজেন্টের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলি বায়োমেট্রিক অথবা পিন (PIN) এর ভিত্তিতে হয় বিধায় গ্রাহকের হিসাব নিরাপদ এবং সুরক্ষিত থাকে।